তারিখ : ~~05 NOV 2016~~
পৃষ্ঠা : ২/৩ কলাম : ২

04 NOV 2016

সমকাল

সহস্রাধিক শিক্ষক বেতন পান না চার মাস

■ সাব্বির নেওয়াজ

কুষ্টিয়া জেলার সদর উপজেলার ১৪৭ নম্বর বটতৈল দক্ষিণপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। ১৯৯৪ সালে প্রকল্পের অধীন কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় নামে প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করা হয়। শুরুতে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণি নিয়ে পাঠদান করা হয়। ২০১০ সাল থেকে পঞ্চম শ্রেণিতে উন্নীত হয়। বর্তমানে দু'জন শিক্ষক দিয়ে জোড়াতালি দিয়ে পাঠদান চলছে। স্কুলটিতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৪৩। তবে ২০১৩ সালে সরকারের এক আদেশে প্রতিষ্ঠানটি জাতীয়করণ করা হলেও আজ পর্যন্ত শিক্ষক জাতীয়করণের গেজেট হয়নি, যার কারণে চার মাস ধরে বেতন পাচ্ছেন না শিক্ষকরা। এ বিদ্যালয়ের মতো একই অবস্থা সারাদেশের আরও প্রায় ৫৪৯টি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের। সাবেক কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো জাতীয়করণ করা হলেও কিছু বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জাতীয়করণের গেজেট এখনও জারি করেনি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। তাই চার মাস ধরে বেতন পাচ্ছেন না সারাদেশের সহস্রাধিক শিক্ষক। নিদারুণ আর্থিক কষ্টে পড়ে মানবেতন জীবনযাপন করছেন তারা।

জাতীয়করণের গেজেট জারি না হওয়ায় জটিলতা

জানা যায়, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়বিহীন গ্রামগুলোয় শিক্ষার আলো ছড়াতে এরশাদ সরকারের আমলে একটি করে কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের কার্যক্রম শুরু হয়। পরে এ ধরনের বিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়ায় তিন হাজার ৭৩৭টি। ২০১৩ সালে এসব বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মর্যাদা দেওয়া হয়। বিদ্যালয়গুলোর সরকারি করার গেজেট জারি হলেও শিক্ষকদের গেজেট সব ক্ষেত্রে জারি করা হয়নি। যশোর সদরের জগন্নাথপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হাবিবুল আহসান বাবলু সমকালকে বলেন, এখনও প্রায় দুইশ'র বেশি স্কুল জাতীয়করণের গেজেট জারি হয়নি। ফলে সাত শতাধিক শিক্ষক এখনও সরকারি হতে পারেননি। আবার যেসব স্কুল জাতীয়করণ হয়েছে, তাদেরও সব শিক্ষকের জাতীয়করণের গেজেট জারি বাকি রয়েছে। তাদেরই এখন বেতন আটকে গেছে। ২০১৩ সালে কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো সরকার জাতীয়করণ করে। সারাদেশে ৫৪৯টি স্কুল জাতীয়করণ করা হয়। এসব প্রতিষ্ঠানে এক হাজার ৫১৫ শিক্ষক চাকরি করছেন।

গত ১৭ আগস্ট প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব মোহাম্মদ মাসুদ হাসান পাটোয়ারী একই ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৮

সহস্রাধিক শিক্ষক

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

মন্ত্রণালয়ের হিসাব শাখায় এ-সংক্রান্ত একটি পত্র দেন। সেখানে প্রথম ধাপে জাতীয়করণকৃত ৫৪৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রতিটিতে একজন প্রধান শিক্ষক ও চারজন সহকারী শিক্ষকের পদ সৃষ্টির কথা উল্লেখ করা হয়। সব মিলিয়ে দুই হাজার ৭৪৫টি নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়। একই পত্রে বেতন স্কেলও উল্লেখ করা হয়। এসব ব্যয় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের রাজস্ব বাজেট থেকে নির্বাহ করা হবে বলে আদেশে বলা হয়েছে।

শিক্ষকরা জানান, গেজেট হতে কেন দেরি হচ্ছে, তা তারা বুঝতে পারছেন না।

অর্থ ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অনুমতি থাকার পরও গেজেট হতে দেরি হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন শিক্ষকরা।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. নজরুল ইসলাম খান সমকালকে বলেন, গেজেট হতে দেরি হওয়ার কারণ এই শিক্ষকদের নাম-পদবিসহ অনেক তথ্যে ভুল ছিল। পূর্ণাঙ্গ তালিকাও সময়মতো আসেনি। তারা সবাই এমপিওভুক্ত কি-না তাও মন্ত্রণালয়ের জানা ছিল না। তাই এ ব্যাপারে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের কাছ থেকে একটি প্রতিবেদন আনানো হয়। এর ভিত্তিতে তারা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে বিজ্ঞপ্তি দেন। সেখানে অনেক শিক্ষকের ব্যাপারেই আপত্তি এসেছে। বর্তমানে সেগুলোর শুনানি চলছে। যুগ্ম সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তারা শুনানি করছেন। শুনানি শেষে সব অভিযোগের নিষ্পত্তি করে যত দ্রুত সম্ভব তারা শিক্ষকদের জাতীয়করণের গেজেট জারি করবেন।